মেহেরপুর জেলায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৬৬ জন

মেহেরপুর জেলায় ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পেয়েছে ৩৬৬ জন। যশোর বোর্ডের পাশের হারের তালিকা মেহেরপুরের নামটি নিচে থাকলেও জিপিএ-৫ প্রাপ্তদের সংখ্যা একেবারে কম না।

এদিকে জিপিএ-৫ প্রাপ্ত সকল পরীক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানিয়েছেন মেহেরপুর কমিউনিটি ক্লাব, ঢাকা।

কোন প্রতিষ্ঠান থেকে কতজন জিপিএ-৫ পেয়েছে তার তালিকা দেওয়া হলো-
মেহেরপুর সঃ উচ্চ বিদ্যালয়- ৬৫ জন, সন্ধানী স্কুল এন্ড কলেজ- ৬১ জন, মেহেরপুর সঃ বালিকা বিদ্যালয়- ৩৭ জন, গাংনী পাইলট স্কুল এন্ড কলেজ- ৩২ জন, জিনিয়াস ল্যাবঃ স্কুল এন্ড কলেজ- ৩০ জন।

জোড়পুকুরিয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়-১৪ জন, ভাটপাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ১১ জন, সাহেবনগর মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০৯ জন, বাঁশবাড়িয়া উচ্চ বিদ্যালয়- ০৯ জন, গাংনী সরকারি পাইলট গার্লস স্কুল- ০৭ জন, উজলপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০৬ জন, মোমিনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়-০৬ জন, আমঝুপি বালিকা বিদ্যালয়- ০৫ জন।

আদর্শ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, শিবপুর- ০৫ জন, আড়পাড়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০৫ জন, আশরাফপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০৪ জন, করমদি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০৪ জন, ভৈরব বালিকা বিদ্যালয়- ০৪ জন, বাদিয়াপাড়া মোহাব্বতপুর স্কুল- ০৪ জন, জয়পুর তারানগর উচ্চ বিদ্যালয়- ০৪ জন, হোগলাবড়িয়া ভরসউদ্দিন বিদ্যালয়- ০৪ জন, হিজলবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০৩ জন, কুতুবপুর স্কুল এন্ড কলেজ-০৩ জন, গোভীপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০২ জন, কাজিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০২ জন।

চাঁদপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০২ জন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়- ০২ জন, তেঁতুবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০২ জন, K.N.S.H. বালিকা বিদ্যালয় – ০২ জন, ধলা মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০২ জন, বাগোয়ান মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০২ জন, দারিয়াপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০২ জন, ঝাউবাড়িয়া মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, শোলমারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, পিরোজপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন,

মিকোসিস মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, B.B.N মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, গাংনী পৌর মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন।

আমঝুপি মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, আমতৈল মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, J.T.S বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়- ০১ জন, আর.বি.জি.এম মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, H.S.K মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, গাড়াডোব মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, জুগিরগোফা মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, ধানখোলা উচ্চ বিদ্যালয়- ০১ জন, N.P মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, J.N.H.A মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, বামুন্দি নিশিপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১ জন, আনন্দবাস এম এম একাডেমি- ০১ জব। মহাজনপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়- ০১, আনন্দবাস বালিকা বিদ্যালয়- ০১ জন

মাদ্রাসার জিপিএ-৫, দারিয়াপুর গাউসুল দাখিল মাদ্রাসা- ০২ জন, হাড়াভাঙ্গা দারুল হাদি হাজিল মাদ্রাসা- ০১ জন

মেপ্র/এমএফআর

এসএসসিতে যশোর বোর্ডের শীর্ষে সাতক্ষীরা সবশেষে মেহেরপুর

এসএসসির ফলাফলে যশোর বোর্ডে ৮৭ দশমিক ৩১ ভাগ শিক্ষার্থী পাশ করেছে। যশোর শিক্ষা বোর্ডের অধীনে খুলনা বিভাগের ১০ জেলার মধ্যে এবার ভালো ফলে শীর্ষস্থান দখল করেছে সাতক্ষীরা জেলা। এই জেলা থেকে ৯৪ দশমিক ০৩ ভাগ শিক্ষার্থী পাশ করে বোর্ডের মধ্যে প্রথম হয়েছে। গতবার বোর্ডের মধ্যে তারা ছিল দ্বিতীয়। রবিবার বোর্ড প্রকাশিত ফলাফল বিশ্লেষণ করে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক মাধব চন্দ্র রুদ্র বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন। এদিকে ৯২ দশমিক ৬৬ ভাগ ছাত্রছাত্রী পাশ করে বোর্ডের মধ্যে দ্বিতীয় অবস্থানে আছে খুলনা জেলা এবং তৃতীয় অবস্থানে বাগেরহাট জেলা। বাগেরহাট থেকে ৯০ দশমিক ৮৬ ভাগ

পরীক্ষার্থী পাশ করেছে।

অপরদিকে চতুর্থ স্থানের তালিকায় থাকা যশোর জেলা থেকে পাশ করেছে ৯০ দশমিক ০৪ ভাগ শিক্ষার্থী, পঞ্চম স্থানে রয়েছে চুয়াডাঙ্গা জেলা। এখান থেকে ৮৬ দশমিক ৯৯ ভাগ শিক্ষার্থী পাশ করেছে। আর ৮৩ দশমিক ৯৫ ভাগ শিক্ষার্থী পাশ করে ষষ্ঠ স্থানে রয়েছে নড়াইল জেলা, ঝিনাইদহ জেলা রয়েছে সপ্তম স্থানে।

এখানে ৮৩ দশমিক ৭৪ ভাগ পরীক্ষার্থী পাশ করেছে, অষ্টম স্থানে থাকা মাগুরা জেলা থেকে পাশ করেছে ৮২ দশমিক ৩৪ ভাগ শিক্ষার্থী, নবম স্থানে থাকা কুষ্টিয়া জেলা থেকে পাশ করেছে ৮০ ভাগ শিক্ষার্থী এবং দশম স্থানে রয়েছে মেহেরপুর জেলা।

এই জেলায় পাশের হার ৭৮ দশমিক ৩০ ভাগ। যশোর শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মাধব চন্দ্র রুদ্র বলেন, এ বছর যশোর বোর্ডে মোট ১ লাখ ৬০ হাজার ৬৩৫ জন শিক্ষার্থী এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। এদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছে ১ লাখ ৪০ হাজার ২৪৩৮ জন।

সুত্র-ইত্তফাক

মেপ্র /এমএফআর

মেহেরপুর সদরে এসএসসিতে পাশের হার ৮৬ ভাগ

মেহেরপুর সদর উপজেলায় এসএসসি পাশের হার শতকরা ৮৬ ভাগ। ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় এবার স্কুল, মাদ্রাসা ও ভোকেশনাল মিলে ৫৫টি প্রতিষ্ঠান থেকে মোট ৩ হাজার ৩শ ৫১জন পরীক্ষায় অংশগ্রহন করে। এর মধ্যে ২ হাজার ৮শ ৭৭জন পরীক্ষায় পাশ করে এবং ২শ ৬৮জন জিপিএ-৫ পেয়েছে।

মেহেরপুর সদর উপজেলায় ৪০টি মাধ্যমিক স্কুল থেকে ২ হাজার ৬শ ৪৩ জন পরীক্ষায় অংশ নেয়, পাশ করে ২হাজার ২শ ৮২জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ১৬৩ জন। মাধ্যমিকে পাশের হার ৮৬.৩৪ভাগ।

১১টি মাদ্রাসা থেকে ২৬১জন পরীক্ষায় অংশ নেয়, পাশ করে ২৩৪জন। জিপিএ-৫ একজনও পাইনি। পাশের হার ৮৯.৬৫ ভাগ।

ভোকেশনাল শাখায় ৪টি প্রতিষ্ঠান থেকে ৪৪৭জন পরীক্ষা দেয়, পাশ করে ৩৬১জন। এর মধ্যে জিপিএ-৫ পেয়েছে ৫জন। পাশের হার ৮০.৭৬ ভাগ।

মেহেরপুর সদর উপজেলায় ২ মাধ্যমিক ও ৩টি মাদ্রাসায় শতভাগ পাশ করেছে। প্রতিষ্ঠান গুলো হচ্ছে, জিনিয়াস ল্যাবরেটরি স্কুল এন্ড কলেজ, ভৈরব মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়, আমঝুপি আলিম মাদ্রাসা, ইসলামপুর হুসাইনিয়া দাখিল মাদ্রাসা ও পিরোজপুর দাখিল মাদ্রাসা।

মেহেরপুর সদর উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা অফিসের একাডেমীক সুপারভাইজার আনারুল ইসলাম জানান, ২০২০ সালের এসএসসি পরীক্ষায় পাশের হার সদর উপজেলায় অনেক ভালো। একজন পরীক্ষার্থীও পাশ করেনি এমন প্রতিষ্ঠান সদরে নেই। ৫টি প্রতিষ্ঠানে শতভাগ পাশ করেছে।

মেপ্র/এমএফআর

মেহেরপুরের কমিউনিটি ক্লিনিক গুলো ভুগছে ওষুধ সংকটে

‘কমিউনিটি ক্লিনিক বাঁচায় প্রাণ’ এ শ্লোগানে তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করতে নব্বই দশকের শেষের দিকে সরকার চালু করে কমিউনিটি ক্লিনিক। মা ও শিশু স্বাস্থ্যর পাশাপাশি সাধারণ মানুষের স্বাস্থ্যসেবায় গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে এই ক্লিনিক গুলো। বর্তমানে সারাদেশে ১৪ হাজার কমিউনিটি ক্লিনিক চালু আছে।

জেলা স্বাস্থ্য বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, মেহেরপুর জেলায় কমিউনিটি ক্লিনিকের সংখ্যা ৭১টি। এর মধ্যে সদরে ২৫টি, গাংনী উপজেলায় ৩৫টি এবং মুজিবনগর উপজেলায় ১১টি।

এসকল কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে ২৭ ধরনের ওষুধ সরবরাহ থাকার কথা। কিন্তু বর্তমানে সরবরাহ আছে ১৪ ধরনের ওষুধ। কোন কোন কমিউনিটি ক্লিনিকে এর চাইতেও কম। এমন অবস্থায় সেবা পাওয়ার আশায় সাধারণ

মানুষ কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে আসলেও ফিরতে হচ্ছে হতাশা নিয়ে। করোনা আতঙ্কের মধ্যেও তাদের যেতে হচ্ছে হাসপাতাল বা বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিকে। করোনা আতঙ্কের মধ্যেও তাদের যেতে হচ্ছে হাসপাতাল বা বিভিন্ন বেসরকারি ক্লিনিকে।

গতকাল রবিবার জেলার বিভিন্ন ক্লিনিক ঘুরে দেখা যায় রোগী কয়েকজন আসলেও ঠিকমত ওষুধ পাচ্ছে না তারা। আশরাফপুর গ্রামের বিলকিস খাতুন জানান, শারীরিক সমস্যার কারনে কমিউনিটি ক্লিনিকে এসেছিলাম। কিন্তু আমাকে বললো আপনার যে সমস্যা তার ওষুধ আমাদের কাছে নেই। আমদের কাছে শুধু জ্বর-সর্দি,কাশি,ক্রিমির ওষুধ আছে।

আশরাফপুর গ্রামে অবস্থিত কমিউনিটি ক্লিনিকে কর্মরত সিএইচসিপি সামারুল ইসলাম জানান, গতকাল থেকে ফুলটাইম কমিউনিটি ক্লিনিক চালু হয়েছে। কিন্তু শতভাগ স্বাস্থ্যসেবা দেওয়ার মত আমাদের কাছে পর্যাপ্ত ওষুধ সরবরাহ নেই। আমাদের কাছে বর্তমানে, প্যারাসিটামল, হিসটাসিন, জ্যামসন ভায়োলেট, জিংক ট্যাব, আয়রন ট্যাব, ভিটামিন বি ক্যাপ, চোখের ড্রপ, ক্রিমি নিরাময় ওষুধ, ক্যালসিয়াম ট্যাব সহ মোট ১৪ ধরনের ওষুধ আছে। এসব নিয়ে আমরা সার্ভিস দিয়ে যাচ্ছি।

এ বিষয়ে মেহেরপুর সদর উপজেলার স্বাস্থ্য পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. অলোক কুমার জানান, আমরা সর্বশেষ গত ২০১৯ সালের ৫ ডিসেম্বর ওষুধ সরবরাহ পেয়েছিলাম। প্রতি তিন মাস পরপর ওষুধ সরবরাহ আসার কথা থাকলেও করোনা প্রাদুর্ভাবের কারনে সরকার কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে ওষুধ সরবরাহ করতে পারিনি।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রিয়াজুল আলম জানান, সরকারি ওষুধ সরবরাহ বন্ধ থাকলেও আমাদের মজুদে যে ওষুধগুলো আছে সেগুলো দিয়ে সেবা দিয়ে যাচ্ছি। আমাদের গাংনীতে ৩৫টি কমিউনিটি ক্লিনিকে সাধারণ রোগের প্রায় সকল ওষুধ দেওয়া হচ্ছে।

মুুজিবনগর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. রেজওয়ান জানান, করোনার কারনে ওষুধ সরবরাহ কিছুটা বন্ধ আছে। তবে আমাদের কমিউনিটি ক্লিনিক গুলোতে সেবার মান ভালো আছে। সাধারণ সর্দি-কাশি, গর্ভবতি মায়েদের ও শিশুর জন্য মোটামুটি ওষুধ সরবরাহ আছে।

মেহেরপুর সিভিল সার্জন ডা. নাসির উদ্দিন জানান, সাধারণ ছুটির মাঝে কমিউনিটি ক্লিনিক গুলো সীমিত আকারে চালু ছিল। কিন্তু

সাধারণ ছুটি প্রত্যাহার হওয়ায় আজ থেকে ফুলটাইম চলবে।

করোনা প্রাদুর্ভবের কারনে ওষুধ সরবরাহ সীমিত ছিল। আমরা আশা করছি খুব অল্প সময়ের মধ্যে শতভাগ ওষুধ সরবরাহ করতে পারবো।

মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদকের বিরুদ্ধে কর্মীকে মারধরের অভিযোগ

মেহেরপুর জেলার মুজিবনগর উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ সাকিব বিরুদ্ধে আবু সাইদ নামের একজনকে মারধর করার অভিযোগ উঠেছে।

গতকাল রবিবার সন্ধায় মুজিবনগর কেদারগঞ্জ বাজারে ফেসবুকে ছবি দেওয়াকে কেন্দ্র করে এই মারধরের ঘটনা ঘটে।
এ বিষয়ে আবু সাইদ মুজিবনগর থানা একটি লিখিত অভিযোগ করেছে বলে জানান সাইদ নিজেই। তবে মুজিবনগর থানার ওসি আব্দুল হাসেম এ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ পাইনি বলে জানান।

মুজিবনগর উপজেলার জয়পুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাকের ছেলে আবু সাইদ অভিযোগ করে বলেন, শেখ সাকিব ৩-৪ মাস আগে বিবাহ করে। সেই ছবি একটি ফেসবুক আইডি থেকে আপলোড করা হয়। ছবি আপলোডের বিষয়ে আমি কিছুই জানিনা। এমন অবস্থায় শেখ সাকিব আমাকে মোবাইল ফোনে কেদারগঞ্জ বাজারে ডেকে নেয়। পরে সাকিব আমাকে বলে, আমার বিয়ের ছবি ফেসবুকে দিলি কেন। আমি তাকে বললাম আমি এ বিষয়ে কিছু জানিনা।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলার তারানগর গ্রামের শেখ ইনসাফাত এর ছেলে শেখ সাকিব, শিবপুর গ্রামের ইজা গাজীর ছেলে আকাশ, জাহিদুল ইসলামের ছেলে শেখ বিজয় আমাকে অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও মারপিট করে আমাকে জখম করে পালিয়ে যায়।

এ বিষয়ে শেখ সাকিব জানান, আমার ছবি ব্যবহার করে সেটা ইডিট করে আমাকে একটি মেয়ের সাথে দেখানো হয়েছে। আমি বিয়ে করিনি আমার কোন বউ নেই। আমাকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য আবু সাইদ সহ কয়েকজন এই

ধরনের কাজ করেছে।

অভিযোগের কথা জানতে চাইলে মুজিবনগর সদর থানার ওসি আব্দুল হাসেম জানান, আমি এই ধরনের কোন অভিযোগের বিষয়ে জানি না। আপনি থানায় খোজ নেন।

মুজিবনগর থানার এসআই শুব্রত কুমার পালের সাথে মোবাইলে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, আমি এ বিষয়ে কিছু জানিনা, আপনি এএসআই মিরাজের সাথে কথা বলেন।

এএসআই মিরাজের সাথে মোবাইল ফোনে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, ডিউটি অফিসার রুহুল স্যারের সাথে আমি কথা বলেছি। তিনি আমাকে জানান, শেখ সাকিব বা অন্য কারও বিরুদ্ধে থানায় মারধরের কোন অভিযোগ আসেনি।

গাংনীর বামন্দিতে সুন্দরী হত্যা কান্ডে অজ্ঞাত আসামি করে মামলা

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামুন্দিতে সুন্দরী খাতুন কে হত্যা ও স্বামীকে গুরুতর জখম করে তালাবদ্ধ করে রাখার অপরাধে মামলা দায়ের হয়েছে।

গত শুক্রবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টার দিকে সুন্দরী খাতুনের ভাগ্নে উপজেলার নওদা মটমুড়া গ্রামের মৃত হারান মণ্ডলের ছেলে রেজাউল হক বাদী হয়ে অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিদের আসামি করে গাংনী থানায় একটি হত্যা ও জখম মামলা দায়ের করেন।

যার মামলা নাম্বর ২৪ তারিখ: ২৯/০৫/২০২০ ইং ধারা: ৪৪৮, ৩২৪, ৩২৬, ৩০৭, ৩০২ ও ৩৪.

এ মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হলেন জেলা গোয়েন্দা শাখার পুলিশ পরিদর্শক (নিঃ) জুলফিকার আলী।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[

রবিবার সকালে উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের গোঁসাই পাড়া গ্রামের নিজ বাড়িতে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন। মেঘলা একই গ্রামের আলা উদ্দিনের মেয়ে এবং বিজেএম কলেজের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী।

নিহতের পরিবার ও পুলিশ সূত্রে জানায়, মেয়ে মোবাইল ফোনে কারো সাথে অতিরিক্ত সময় কথা বলার কারণে পিতা আলা উদ্দিন মেয়ের মোবাইল ফোনটি কেড়ে নেন। এরপর গত শুক্রবার তার কর্মস্থল চট্টগ্রাম চলে যান তিনি। আজ রবিবার সকালে সেই অভিমানে ওড়না দিয়ে নিজ শোবার ঘরে গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করেন মেঘলা ।

ভেড়ামারা থানার ওসি মোহাম্মদ শাহজালাল জানান, লাশ উদ্ধার করে থানায় আনা হয়েছে। একটি অপমৃত্যুর মামলা হয়েছে।

মেহেরপুর পৌর মেয়রের খাদ্য সামগ্রী বিতরণ

মেহেরপুর পৌরসভার উদ্যোগে অসহায় কর্মহীন মানুষের মাঝে ৫ নং ওযার্ড দিঘির পাড়ায় এাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়েছে।

রবিবার বিকেলে পৌর মেয়র মোঃ মাহফুজুর রহমান রিটন করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীন হয়ে পড়া মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে তাদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করেন।

মেহেরপুর পৌরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে ২৫০ টি পরিবারের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ করা হয়।

পৌর মেয়র মাহফুজুর রহমান রিটন বলে করোনা ভাইরাসের কারনে যে সব খেটে খাওয়া মানুষ গুলো কর্মহীন হয়ে পড়েছে তাদের মাঝে এই সামান্য উপহার খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করছি। এবং করোনা ভাইরাস শুরু থেকেই প্রতিনিয়ত খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করে চলছি । তিনি আরও বলেন যতদিন করোনা পরিস্থিতি থাকবে ততদিন আমার পৌর এলাকাতে কেও না খেয়ে থাকবে না।

ত্রাণ বিতরণে সহযোগিতা করেন ৫নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শিউলি খাতুনসহ

কোটচাঁদপুরে কৃষকের ধান ক্রয়ে উন্মুক্ত লটারি অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুরে সরাসরি প্রান্তিক কৃষকদের কাছ থেকে ন্যায্যমূল্যে বোরো ধান ক্রয়ের লক্ষে উন্মুক্ত লটারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার (৩১মে) বেলা ১২টার দিকে উপজেলা পরিষদে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অধিদপ্তরের আয়োজনে এই লটারি অনুষ্ঠিত হয়।

উপজেলা নির্বাহী অফিসার নাজনীন সুলতানার সভাপতিত্বে ও উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক অফিসার আঃ আজিজ এর পরিচালনায় উন্মুক্ত লটারি অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও উপজেলা আ.লীগ সভাপতি শরীফুন্নেছা মিকি, উপজেলা কৃষি অফিসার কৃষিবিদ শেখ সাজ্জাদ হোসেন, উপজেলা আ.লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহজাহান আলী, উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান পিংকী খাতুন, ওসি এলএসডি নাইমুল হাসান মোহাম্মদ আবদুল্লাহ, উপজেলা পল্লী উন্নয়ন কর্মকর্তা বাহাউল ইসলাম, উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার জহুরুল ইসলাম ও চালকল মালিক সমিতির সভাপতি রাজেদুল ইসলাম রাজা প্রমূখ।

সংশিষ্ট সূত্রে জানাযায়, উপজেলা কৃষি অফিস থেকে ২ হাজার ৯’শ ৯৮ জন কৃষকের তালিকা প্রস্তুত করা হয়েছে। এ তালিকার মধ্য থেকে ৪’শ ৯৪ জন কৃষক লটারির মাধ্যমে নির্বাচন করা হয়। চলতি বোরো মৌসুমে প্রতি কৃষকের কাছ থেকে সর্বোচ্চ ২ টন করে সর্বমোট ৯’শ ৮৮ টন ধান ক্রয় করা হবে।